শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩২
WEEKLY BOOKLET:232

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট উপস্থাপিত

স্বামী-স্ত্রীর

ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর



- স্বামী স্ত্রী কি জান্নাতে একসাথে থাকবে?
- ঘরে ঝগড়া-বিবাদ দূর করার পদ্ধতি
- স্বামীকে গালি দেয়া কেমন?
- স্বামী যদি খরচ না দেয় তবে স্ত্রী কি করবে?

উপস্থাপনায়
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত।

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী

যে ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরূদ পাঠ করা কেননা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা বিপদ-আপদ সমূহ দূরকারী।

(আল কুওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, বুসতানীল ওয়ায়েজিন, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার স্ত্রীর ঘটনা

প্রশ্নঃ নেককার স্ত্রীর কোন ঘটনা শুনিয়ে দিন।

উত্তরঃ হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যিনি সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন। একবার রাতের সময় তাদের নিকট ইয়ামেন শরীফের শহর হাযরামউত থেকে সাত লাখ দিরহাম

www.dawateislami.net

আসল। টাকা পেয়ে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। সম্মানীত স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরজ করলেন: আজ আপনার কি হয়েছে? বললেন: আমার এই চিন্তা হচ্ছে, যেই বান্দার রাত সমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়, ঘরে এতো পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে আজ ঐ মাওলার দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবে? সম্মানীত স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অত্যন্ত আদবের সাথে আরজ করলেন: "এতে পেরেশানীর কি রয়েছে? আপনি আপনার গরীব বন্ধুদের কেন ভুলে গিয়েছেন? সকাল হতেই তাদেরকে ডেকে সকল সম্পদ তাদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার নিয়্যত করে নিন এবং এখন খুবই প্রশান্তির সাথে দয়াময় আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে যান।" নেককার স্ত্রীর (Wife) কথা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অন্তর আনন্দে ভরে গেলো এবং বললেন: আসলেই তুমি নেককার বাবার নেককার কন্যা। সুতরাং সকাল হতেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের মধ্যে সকল সম্পদ বন্টন করা আরম্ভ করে দিলেন।[১]

১. হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঐ স্ত্রীর নাম হযরতে উম্মে কুলছুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, যিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদূনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কন্যা ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭)

www.dawateislami.net

اَللّٰہُ اَکْبَر! আমাদের সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের দানশীলতা এমন ছিল। আমাদের নিকট যদি টাকা এসে যায় তো আনন্দে বিভোর হয়ে যায় অথচ ঐ ব্যক্তিদের নিকট যখন ধন-সম্পদ আসতো তখন অস্থিরতার কারণে তাঁদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেতো যে, এই সম্পদ কোথায় থেকে আসল? এখন আমি এগুলো কি করবো? হযরত সায়্যিদূনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কথাই তো ভিন্ন আর তাঁদের স্ত্রীগণও رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُنَّ কেমন নেককার মহিলা ছিলেন। ঐ যুগটাই নেককারদের যুগ ছিল। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ২০)

নবীর সব সাহাবী .....জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও ..... জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বামী স্ত্রী কি জান্নাতে একসাথে থাকবে?

প্রশ্নঃ স্বামী-স্ত্রী কি উভয়ে জান্নাতে একসাথে থাকবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! যদি স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু ঈমানের উপর হয় তাহলে তারা উভয়ে জান্নাতে একসাথে থাকবে। (আত তাযকিরাতু বি আহওয়ালুল মাউতি ওয়া উমুরিল আখিরা, ৪৬২ পৃষ্ঠা) যদি তাদের মধ্যে কারো مَعَاذَ اللّٰہ ঈমান নিরাপদ না থাকে তাহলে দোযখ হবে তার

www.dawateislami.net

ঠিকানা এবং যে জান্নাতে যাবে তার অন্য কোন জান্নাতীর সাথে বিবাহ হয়ে যাবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৮)

আপন স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করুন

প্রশ্নঃ যদি স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে তাহলে লোক বলে থাকে যে তুমি স্ত্রীর মুরিদ" হয়ে গিয়েছ তো এটার সমাধান কি?

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তি খোদাভীতির কারণে আপন স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করে বা তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করে লোকেরা তাকে স্ত্রীর মুরিদ" বলে অপবাদ দিয়ে থাকে তো এটা অবশ্যই তার অন্তরে কষ্টের কারণ হবে কিন্তু স্বামীর উচিত যে নিজের স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখা লোকের কোন কথায় যেন মনে কষ্ট না আনা এবং কখনো যেন নিজের স্বভাব পরিবর্তন করবে না বরং আরও বেশি নম্রতা প্রদর্শন করবে। বর্তমান সময়ে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে গেছে বিশেষ করে নিজের স্ত্রীদেরর সাথে তাদের আচরণ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও এইসব লোক নিজেদের স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাওয়া নিজেদের সম্মানহানীকর মনে করে, অথচ স্ত্রীর উপর জুলুম করে থাকে তো তার কাছে

www.dawateislami.net

ক্ষমা চাওয়াটা ওয়াজিব (আবশ্যক)। তাদের উচিত যে নিজেদের স্ত্রীদের নিকট ক্ষমা চাইতে থাকা। এটা আবশ্যক নয় যে জুলুম করে থাকলে তখনই ক্ষমা চাইবে বরং সাবধানতা অবলম্বনে ক্ষমা চেয়ে নেয়াতে কোন ক্ষতি নেই বরং সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক ক্ষমা চাওয়াটা স্বামী - স্ত্রীর মাঝে মুহাব্বাত বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমার স্বভাব হচ্ছে আমি সাবধানতা বশতঃ ক্ষমা চেয়ে থাকি যেমন কোন বড় রাত বা বড় দিন আসে তো আমি ক্ষমা চেয়ে নিই এর দ্বারা কারো সম্মানে কমতি হয় না এবং কারো মর্যাদা কমে যায় না। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড: ১১)

প্রশ্ন: স্ত্রী কি স্বামীর উচ্ছিষ্ট চা পান করতে পারবে?

উত্তর: উভয়ে একে অপরের উচ্ছিষ্ট পান করতে পারবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড: ২৬)

প্রশ্ন: আজকাল পরিবারের মধ্যে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার অধিক ব্যবহারের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বরং তালাক পর্যন্ত হয়ে যাওয়ার সংবাদ আসে, কোন সমাধান বলে দিন? (নিগরানে শূরা থেকে প্রশ্নের সারাংশ)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারের দ্বারা নিজে এবং পরিবার ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে সুতরাং পরিবার পরিচালনার জন্যে স্বামী-স্ত্রীকে এটার অধিক ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি স্ত্রী নেট ব্যবহার করে এবং ঐ সময় যদি স্বামী বলে আমাকে এখন চা বানিয়ে দাও তো তার উচিত হবে যে লাব্বাইক (জি হ্যাঁ) বলে উঠে যাওয়া এবং সাথে সাথে চা বানিয়ে সামনে উপস্থাপন করা, যদি ঐ সময় না উঠে তাহলে পরিবার কিভাবে চলবে? স্ত্রীর উচিত স্বামীর আনুগত্য করা কেননা কুরআনে করীমে রয়েছে: اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "পুরুষ হলো নারীদের পরিচালক।" যদি স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য না করে তাহলে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হতে থাকবে। মহিলা যদি সামনে থেকে উত্তর দেয় তাহলে দুনিয়ার ধ্বংসের সাথে পরকালও ধ্বংস হবে। প্রত্যেকের সামনে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। মিথ্যা, গীবত, অপবাদ এবং অন্যান্য গুনাহ সমূহের দরজা সমূহ খুলে যাবে যেমন স্ত্রী বলবে যে আমার উপর শারিরীক অত্যাচার করতো, খাবার এবং খরচ দিতো না। উত্তরে স্বামীর পক্ষ থেকেও অপবাদ সমূহের বৃষ্টি বর্ষন হবে এবং যুদ্ধের ফলাফল তালাক বা বিচ্ছেদ হবে। ব্যস

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর দয়া করুক।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৩৫)

প্রশ্নঃ কিছু লোক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে আমল করিয়ে থাকে তো যদি স্ত্রীর উপর ঐ যাদু প্রভাব ফেলে যার কারণে স্বামীর ঘরে আসার কারণে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে তো এই সমস্যার সমাধান কী করা যায়?

উত্তরঃ আমলকারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যেও আমল করে থাকে কিন্তু এই কথাটির প্রমাণ কিভাবে হবে যে কেউ তার জন্য কিছু করেছে বা অমুক আত্মীয় করেছে? কিছু আমল যে যাদু করিছে তার কিছু ইশারা দিয়ে থাকে বা তার নামের প্রথম অক্ষর বলে দিয়ে থাকে, এখন যদি সর্বসম্মতিক্রমে কোন আত্মীয়ের নাম এই হরফ দিয়ে শুরু হয় তো তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা হয় এই যাদুকারী অথচ ঐ বেচারার জানাই নেই যে এরকম আমল পরস্পরের মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। স্বামীর ঘরে স্ত্রীর শ্বাস আটকে দেয় তো যতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী প্রমাণ না হয় কারো সম্পর্কে এটা বলা মুশকিল যে অমুক আত্মীয় আমল করিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। বাবার বলাটা শরয়ী প্রমাণের সাথে মিলে না। স্ত্রী যখনই স্বামীর ঘরে যায় বেচারার শ্বাস আটকে যেতে থাকে তো

www.dawateislami.net

সেটার কোন কারণ হতে পারে। মানসিক প্রভাবও হতে পারে যেখানে মাথায় এই বিষয়টি বসে গেছে যে স্বামীর ঘরে যায় তো আমার শ্বাস আটকে যাবে কেননা অমুক দিনও শ্বাস আটকে গিয়েছিল অথচ একবার এমন হয়ে যাওয়া বার বার হয়ে যাওয়ার দলিল নয়। হয়তো ঐদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে স্বামীর ঘরে গিয়েছে যার কারণে শ্বাস ফুলে গেছে এবং ঘটনাক্রমে আটকে গিয়েছে তাই ঐ ঘটনাকে দলিল বানিয়ে এটা বলতে রইল যে স্বামীর ঘরে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মনে রাখবেন! মানসিক প্রভাব বড় প্রভাব হয়ে থাকে এবং বান্দার মনে হয় যে তার সাথে এরকম হচ্ছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে এরকম হয় না।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৫২)

প্রশ্নঃ যদি মহিলা নিজের স্বামী থেকে পাঁচ বা ছয় মাস পৃথক থাকে তো সে কারণে কি বিবাহের উপর কোন পার্থক্য পড়বে? এমনকি স্বামীর সম্মতি ব্যতীত আলাদা অবস্থান করে তাহলে বিধান কি?

উত্তরঃ মহিলা নিজের স্বামী থেকে পৃথক থাকে তো এর দ্বারা বিবাহের মধ্যে কোন রূপ প্রভাব পড়ে না। এমনকি মহিলা যদি স্বামীর সম্মতি ব্যতীত আলাদা থাকে তখনোও বিবাহ

www.dawateislami.net

ভঙ্গ হবে না অবশ্যই গুনাহগার হওয়াটা ভিন্ন কথা। যদি স্বামী জুলুম করে ঐ কারণে আলাদা থাকে তখন দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করা উচিত যাতে অবস্থাদি বলে নির্ধারণ করা যায় যে কেন স্বামী থেকে আলাদা রয়েছে? কিন্তু এর দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হবে না।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড: ৬৫)

প্রশ্ন: স্ত্রী কি স্বামীর পূর্বে বায়আত হতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ হতে পারবে এতে কোন সমস্যা নেই।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড:৬৫)

প্রশ্ন: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অমিল, ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায় তো এটার সমাধান কি? (SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: তালি দুই হাতে বেজে উঠে, যদি স্বামীকে বলা হয় তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও তখন সে বলে আমি কেন ক্ষমা চাইব? সে বেশি কথা বলে। যদি স্ত্রীকে বলে তুমি ক্ষমা চাও সে বলবে আমি কেন ক্ষমা চাইব সে আমাকে এরকম বলেছিল। এই জন্যে যদি উভয়ে একটু একটু বিনয়ী হয়ে যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অবশ্যই সঠিক কথা এটা যে কুরআনে করীমে রয়েছে: اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "পুরুষ হলো

www.dawateislami.net

নারীদের পরিচালক।” তো পুরুষ নারীর উপর বিচারক, এই জন্যে নারী পুরুষের আনুগত্য করবে, পুরুষ নারীর আনুগত্য করবে না, কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে পুরুষ অন্যায় করবে তো তাকে মহিলার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে, যদি এরকম বলে যে “আমি মহিলার কাছে ক্ষমা চাইব? স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইব? আমি চাইব? লোকে কি বলবে?” তো মনে রাখবেন যে যদি আখিরাতে আল্লাহ পাক বলে দেন যে একে জাহান্নামে নিয়ে যাও, তখন কি করবেন? এভাবে যদি মহিলা মুখ চালাতে থাকে, বলতে থাকে, কথা বলতেই থাকে এবং প্লেট ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। যে ব্যক্তিই অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমার সাথে সাথে তাওবাও করতে হবে। সাধারণত আমাদের মধ্যে সম্প্রতির অভাব থাকে যেটা বছর ধরে চলতে থাকে, অতঃপর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে যায়, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি হয়ে যায় তখন সাধারণত ঝগড়া ইত্যাদি কমে যায়। অতএব! ঝগড়া করা উচিত না, গুজরাটিদের প্রবাদ বাক্য: “জু নাম ইউ উ আল্লাহ নে গাম ইউ” অর্থাৎ যে ঝুঁকে যায় তাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। দোষ না ও থাকলে তবে মুচকি হেসে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও অনেক সময় ধরণ

www.dawateislami.net

ভিন্ন হয়ে থাকে যে "সে! ক্ষমা করবে কি করবে না? কতবার ক্ষমা চাইব? তোমার পায়ে পড়বো? পড়বো না, ক্ষমা করলে করো, না হয় তোমার মায়ের কাছে যাও" এটা ক্ষমার পদ্ধতি নয়, যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে বিনয়ী, সহানুভূতি, খুশি মনে এবং ভাল মানসিকতা নিয়ে ক্ষমা চান, اِنْ شَآءَ الله অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। হাসি-খুশিতে জীবন অতিবাহিত করবেন তাহলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, পরিবারও ভাল থাকবে এবং বাচ্চাদের প্রশিক্ষণও ভাল হবে। আর না হয় আগত দিন সমূহে বড় যুদ্ধ লেগে থাকবে এবং কথা কাটা-কাটি যদি চলতে থাকে তাহলে বাচ্চারাও কথা কাটা-কাটি দেখে মারামারি শিখে ফেলবে। এইজন্যে বাচ্চাদের উপরও দয়া করুন। "ঝগড়া বিবাদ ক্ষমা করো, নিজেদের অন্তর পরিষ্কার করো" কথাটি অবলম্বন করুন। ক্ষমা করা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। (মুসলিম, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৯২) হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের রক্ত পিপাসুদেরকেও মক্কা বিজয়ের সময় ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯৩ পৃষ্ঠা) কুরআনে করীমেও আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে বললেন: خُذِالْعَفْوَ (পারা ৯, সূরা আ'রাফ: ১৯৯) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন।" সব সময় মনে রাখবেন যে

www.dawateislami.net

যখনই ক্ষমা চেয়ে নেয়ার সুযোগ আসবে তো আপনার সামনে শয়তান আসবে যে "তুমি ক্ষমা চাইবে তো সে তোমার মাথায় চড়ে বসবে দেখিও! অপরাধ কি ছিল যে তুমি ক্ষমা চাইবে, আমি হলাম মযলুম এবং নির্দোষ" এরকম কুমন্ত্রণা আসবে, কিন্তু আপনি শয়তানকে নারাজ করবেন, কেননা ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা সম্মান কমে যায় না বরং বেড়ে যায়। আমার পরামর্শ হলো যে এক পক্ষ ক্ষমা চাই তো অপর পক্ষও ক্ষমা চেয়ে নিবে, বরং অপর পক্ষ প্রথম পক্ষ থেকে বেশি ক্ষমা চাইবে, যদি প্রথম পক্ষ হাত জোড় করে ক্ষমা চাই তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ পা ধরে ক্ষমা চাইবে। اِنْ شَآءَ الله অন্তর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ করীম আমাদের পরিবার গুলোকে শান্তির নীড় বানিয়ে দিক।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৭২)

প্রশ্নঃ ঘর থেকে ঝগড়া-বিবাদ দূর করার এবং ভালবাসা পূর্ণ মহল বানানোর জন্যে স্বামী-স্ত্রী কি করতে পারে?

উত্তরঃ একে অপরের সামনে মুচকি হাসতে থাকুন, কখনো মুখ খুলবেন না। যখনই স্বামী ঘরে আসে, স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিন এবং মুচকি হেসে "স্বাগতম, Welcome" বলুন। এরপর জিজ্ঞেস করুন যে পানি নিয়ে আসব? চা নিয়ে

www.dawateislami.net

আসব? যদি সে রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে এসে থাকে তো এরকম আবদার (Offer) করার দ্বারা ঠান্ডা হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত যে কখনো নিজের হাতেও কিছু কাজ করে নেয়া, যেমন দুই একটি বাটি ধূয়ে দিলেন, পানি নিজে উঠিয়ে নিয়ে ভর্তি করে নিলেন ইত্যাদি। এরকম করার দ্বারা স্বামী ছোট হবে না বরং স্ত্রীর চোখে সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সে এগিয়ে যাবে যে আপনি রেখে দিন, আমি করে দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমাদের ঘরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ঝগড়া হয়না, কিন্তু এটা সত্বেও যে আমার Physical condition (শারীরিক অবস্থা) এখন এমন নেই যে চেয়ার থেকে উঠে কোন জিনিস উঠিয়ে নিব, বা রাখাটা আমার জন্যে কঠিন হয়ে থাকে, এরপরও যখন খাবার আসে তো আমি অধিকাংশ জিনিস উঠিয়ে নিই, সে বলে যে "রাখুন" আমি উঠিয় দিচ্ছি, আমি উঠিয়ে নিয়ে আসছি" ইত্যাদি। ঐ বেচারী অলসতা করেনা কিন্তু আমার এই আচরণে তার অন্তর খুশি হয় এবং মুহাব্বাতের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে থাকে। যদি আমি Order করি যে "এটা উঠিয়ে নিন, এটা করে নিন" সে তো করে নিবে কিন্তু এরকম করার মধ্যে আমার ভাল লাগে না। আমাকে যদি কাউকে কোন কাগজের

www.dawateislami.net

টুকরা দিতে হয় তখন হুকুম দেয়ার পরিবর্তে বলি"এসে কাগজ নিয়ে যান" অধিকাংশ সময় স্বয়ং নিজে উঠে দিয়ে আসি কেননা বেচারা কাজে মশগুল রয়েছে, আমি তাকে ডাকব, সে নিজের কাজ ফেলে আসবে, এটা থেকে উত্তম হলো আমি উঠে দিয়ে আসব। এরকম করার দ্বারা যদি আমার সম্মানে কমতি আসতো তাহলে এই লাখো লোক আমার মুহাব্বতকারী হতো না। "বীজ মাঠির সাথে মিশে ফুলের বাগানে পরিণত হয়।"

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৭৬)

প্রশ্নঃ স্বামী রাত জেগে লাইট জ্বালিয়ে অধ্যয়ন করা কেমন?

উত্তরঃ স্বামীর স্টাডি করার শখ এই জন্যে লাইট জ্বালিয়ে অধ্যয়ন করছে বেচারী স্ত্রীর প্রচুর ঘুম আসছে কিন্তু ঐ আলোর কারণে সে ঘুমাতে পারছে না এবং দাঁত ধারালো করে বসে আছে যে যদি স্বামীকে কিছু বলে তাহলে ঝগড়া লেগে যাবে অনেক সময় তো ঝগড়া হয়েও যায় তো এরকম করা কখনো উচিত না। মনে রাখবেন! কোন দূর্বলই বা অধীনস্থদের উপর জুলুম করার অনুমতি নেই যদিওবা সে বাদশাহ হোক না কেন। অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজের আখিরাতের ঝুঁকি নেয়ার পরিবর্তে এমন জায়গায় অধ্যয়ন করুন যেখানে কারো কোন কষ্ট না হয়।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৭৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ স্ত্রী নিজের স্বামীকে বলে যে আমি তোমার চেয়ে বেশি লেখা-পড়া করেছি এবং তুমি আমার চেয়ে কম লেখা-পড়া করেছ, তো এরকম বলে সে তাকে অপমান করতে পারবে?

উত্তরঃ তওবা, اَسْتَغْفِرُاللّٰه! এটা বলার দ্বারা স্বামীর মনে কষ্ট পাবে এবং মহিলা নিজের ঘর ভাঙবে। তার কাছে কাগজের লিখিত সনদ থাকবে কিন্তু অনেক সময় স্বামীর নিকট অভিজ্ঞতা থাকে যদিওবা সে শিক্ষিত না হয়। অতএব কাউকে এরকম বলাটা খুব কষ্টের কারণ হতে পারে। আমি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে তাশরিফ আনয়নকারী ইসলামী ভাইদের দেয়ার জন্যে রিসালা রাখি, অনেক সময় এরকমও হয়ে থাকে যে কাউকে রিসালা দিচ্ছি তো অপর ইসলামী ভাই বলে যে সে উর্দু পড়তে পারে না, আমি এমন ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছি যে এরকম বলবেন না কেননা এর দ্বারা সম্মুখে দন্ডায়মান ব্যক্তি কষ্ট পেতে পারে, স্পষ্ট যে পাকিস্থানে অবস্থানকারীরাও উর্দু পারে না তো এটা আশ্চর্যকর বিষয়, হ্যাঁ যদি সে স্বয়ং নিজে বলে দেয় যে আমি পড়তে পারি না তাহলে ভিন্ন কথা। আমি এরকম লোকও দেখেছি যে খুবই ভাল ইংরেজী পারে, সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি তাকে দেখে অবাক হয়ে যায় কিন্তু সে উর্দু পারে না। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৯৭)**

www.dawateislami.net

স্বামীকে গালি দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ স্ত্রী নিজের স্বামীর সাথে মজা করতে গিয়ে গালি দেয়া কেমন?

উত্তরঃ গালি প্রদানকারীকে হাদীসে পাকে ফিসক (গুনাহ) বলা হয়েছে। (বুখারী, ১/৩০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৮) যদি স্ত্রী স্বামীকে গালি দেয় তাহলে এটা আরও বেশি কঠোর হয়ে যাবে কেননা সে স্বামীর তাযীম এবং আনুগত্য করতে হবে কেননা স্বামী হলো স্ত্রীর বাদশাহ এবং বিচারক সুতরাং কুরআনে পাকে রয়েছে: اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "পুরুষ হলো নারীদের পরিচালক।" যখন স্বামী স্ত্রীর হাকিম তো হাকিমের সম্মান বেশি করতে হবে সুতরাং স্ত্রী স্বামীকে গালি দেওয়ার জন্য তাওবা করবে, স্বামীর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরকম করা থেকে বেঁচে থাকবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ৫২)

প্রশ্নঃ স্ত্রীকে নামাযের দিকে আনতে হবে তো কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত? এমনকি স্ত্রীকে গালি-গালাজ থেকে বিরত রাখার কোন সমাধান বলে দিন। (SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ স্ত্রীকে নম্রতা, ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সহিত নামাযের কথা বলা উচিত এবং নামায পড়ার ফযীলত, এবং না পড়ার শাস্তি সমূহ শুনিয়ে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদিনার কিতাব "ফয়যানে নামায" রয়েছে, স্ত্রীকে বসিয়ে সেটা থেকে দরস দিন এবং ঘরে মাদানী চ্যানেল চালান, এইভাবে স্ত্রীর অন্তর নরম হবে এবং اِنْ شَآءَ الله সে নামাযী হয়ে যাবে। যদি স্বামী শোরগুল করতে থাকে তাহলে স্ত্রী জেদ করবে এরপর খুব কঠিন হয়ে যায় যে, সে নামাযী হবে।

যতোটুকু গালি-গালাজের সম্পর্ক রয়েছে তো মুসলমানদেরকে গালি দেয়া গুনাহের কাজ। (বুখারী, ৪/১১১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬০৪৪) স্বামী-স্ত্রী তো মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে নিকটবর্তী আত্মীয়ও বটে এবং তাদের মাঝে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ও রয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীকে গালি দিয়ে থাকে তাহলে তার উচিত যে তাওবা করে নেয়া এবং ক্ষমাও চেয়ে নেয়া।

প্রশ্নঃ মন্দ ধারণা তে পড়ে যাওয়া আর উত্তম ধারণা রাখতে না পারার কারণ বর্ণনা করে দিন।

www.dawateislami.net

উত্তর: সেটার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেমনকি সে সম্পর্কে দ্বীনি জ্ঞান কম হওয়া, পরিবেশের প্রভাব, অসৎ সঙ্গ, বুঝার অভাব আর সবচেয়ে বেশি এটা যে মন্দ ধারণা দ্বারা সংগঠিত ক্ষতির দিকে মনযোগ না দেওয়া, কেননা অনেক সময় মন্দ ধারণা খুনা-খুনিও করিয়ে দেয় কিংবা ঘরই ধংসপ্রাপ্ত হয়, যেমন যদি স্বামী স্ত্রীকে মন্দ ধারণা করে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে মন্দ ধারণা করে তবে এর ফলে উভয় একজন অপরের প্রতি সন্দেহ করবে আর কথায় কথায় জগড়া করবে বরং এর চেয়েও বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে ঘর ধংস হয়ে যেতে পারে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবিয়াতে বলেন:" মন্দ ধারণা রিয়া থেকে কম হারাম নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৫/৩২৩) আমাদের প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখ উচিত, মুসলমানের প্রত্যেক আমলকে উত্তম ধারণার প্রতি ভিত্তি করা অর্থাৎ সে সম্পর্কে উত্তম ধারণা প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৫/৩২৪) অনুরূপ ভাবে বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে একটি ঘটনা রয়েছে যে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে কেউ চুরি করলো তো তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি চুরি করেছো?" সে বললো: আল্লাহর

www.dawateislami.net

শপথ! আমি চুরি করি নাই, অথচ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নিজে স্বচক্ষে তাকে চুরি করতে দেখে ছিলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام 'র উপর আল্লাহ পাকের ভীতি প্রাধান্য লাভ করলো এবং তিনি বললেন: আমি মেনে নিচ্ছি, আমার চোখ ধোঁকা খেয়েছে। (বুখারী, ২/৪৫৮, হাদীস: ৩৪৪৪) আমদেরও উচিত যে অন্য মুসলমানের জন্য উত্তম ধারণা প্রতিষ্ঠা করা এবং মন্দ ধারণা থেকে বাঁচে থাকা। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১২২)

প্রশ্ন: অনেকে বলে যে মহিলাদেরকে চাঁদ মোবারকবাদ বলা উচিত নয়, এটা কি সঠিক? (সোশ্যল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: যদি পবিত্র মাস হয় যেমন আমাদের এখানে রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ উঠলে তো রবিউল আউয়াল মোবারকবাদ জানায়, যদি মোবারকবাদ দেওয়া ব্যক্তি মুহরিম হয় তবে মোবারকবাদ দিতে পারবে যেমন ভাই বোনকে, মেয়ে মাকে, স্বামী স্ত্রীকে মোবারকবাদ দিতে পারবে।

(অংশ: ৮৫)

প্রশ্ন: মহিলা কি ইদ্দতের সময় মদানী চ্যানেল দেখতে পারবে? (এস এম এস এর মধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: মহিলা ইদ্দতের সময় মাদানী চ্যানেল দেখতে পারবে। (মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ কারী মুফতী সাহেব বলেন:)

www.dawateislami.net

যদি মহিলা ইদ্দতের সময় মাদানী চ্যানেল ঘরের ভেতরে দেখে তো যে সব অবস্থাতে অন্যান্য ইসলামী বোনের দেখার অনুমতি রয়েছে তো সে অবস্থাতে সেও দেখতে পারবে। মাদানী চ্যানেল দেখার ফলে ইদ্দতের মধ্যে এমন কোন সম্পর্কে নেই যে এর ফলে ইদ্দতের মধ্যে কোন সমস্যা পড়বে। ইদ্দত মূলত একটি সময়ের নাম যা তালাক কিংবা মৃত অবস্থাতে আরম্ভ হয়ে থাকে। ইদ্দতের মধ্যে ভিত্তি স্বরূপ মহিলার উপর দুটি হুকুম হয়ে থাকে: একটি এটা যে শরয়ী অপারগতা ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত ঐটা যে সৌন্দর্য্য অর্থাৎ মেক-আপ ইত্যাদি করা মহিলাদের জন্য নিষেধ।

(বাহারে শরীয়ত, ২/ ২৪২-২৪৪, ৮ খন্ড) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত: ৩৬)

স্বামী খরচ না দিলে স্ত্রী কি করবে?

প্রশ্ন: যদি স্বামী স্ত্রীকে খরচ না দেয় তো স্ত্রী কি করবে? **(এস এম এস এর মধ্যমে প্রশ্ন)**

উত্তর: স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ খাদ্য এবং একটি কক্ষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব, না দিলে তবে গুনাহগার হবে। **(জুহরতুন নাইয়্যার, ২/১০৮)** এসব জিনিস না দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর জন্য মামলা করতে পারবে, বিচারক তাকে খরচ নিয়ে দিবে। **(বাহারে**

www.dawateislami.net

শরীয়ত, ২/২৬৯, ৮ খন্ড-) কিন্তু এখন এমন ধরণ নেই। এই জন্য এমতাবস্থায় পরিবারের সদস্যরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং ব্যবস্থা করে নিবে। মামলা করলে তখন ঘরে বসে থাকতে হবে আর সব কঠিন হয়ে যাবে, সাথেই লাঞ্ছনা ও বদনামীও হয়ে যাবে। স্বামীরও উচিত যে নিজের স্ত্রীর জায়েয খরচ যেগুলো পূর্ণ করার জন্য শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে সেগুলো পূর্ণ করবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত: ৮৮)

প্রশ্ন: যদি স্বামী দরিদ্র হয় তো স্ত্রীর কি করা উচিত? (নিগরানে শুরার প্রশ্ন)

উত্তর: স্বামীকে উৎসাহিত করবে এবং চিন্তা করতে নিষেধ করবে। কোন ধরণের অনুষ্ঠানের আদেশ করবে না, কেননা অনুষ্ঠানও তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিবে আর অনেক সময় স্বামী হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বাধা না দেয় তাহলে স্বামী স্বস্তি পাবে এবং টেনশন থেকে মুক্তি থাকবে, আল্লাহ পাক চাইলে ঘরে বরকতও চলে আসবে। আপনার তাকদীরে যে রিযিক রয়েছে সেগুলো অবশ্যই পাবেন। সাধারণ লোকদের একটি ছড়া রয়েছে: প্রত্যেক বাহানা রিযিক আর প্রত্যেক বাহানা মৃত্যু।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬৬)

www.dawateislami.net

স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদে স্বামীর অংশ

প্রশ্ন: যদি স্ত্রী মৃত্যু বরণ করে তো তার সম্পদ থেকে স্বামী কি পাবে?

উত্তর: স্ত্রী মৃত্যু বরণ করলে তো তার সম্পদের মধ্যে হতে সর্বপ্রথম সুন্নাত অনুযায়ী তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হবে, তারপর তার ঋণ থাকলে ঋণ আদায় করা হবে, অতঃপর যদি তার কোন জায়েয অসিয়ত করে তো তার সম্পদের তৃতীয় অংশ থেকে তার অসিয়ত পূর্ণ করা হবে, এরপর যা সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তার মধ্যে স্বামী অংশ পাওয়ার দু'টি প্রকার রয়েছে যদি স্ত্রীর ছেলে মেয়ে থাকে কিংবা নাতি-নাতনীর মধ্যে কেউ না থাকে তবে এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে স্বামী অর্ধেক পাবে আর যদি স্ত্রীর ছেলে মেয়ে কিংবা নাতি-নাতনী কেউ থাকে তবে এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে স্বামী এক চতুর্থাংশ পাবে সুতরাং ৪ পারা সূরা নিসার আয়াত নং ১২ এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য অর্ধেক- যদি

www.dawateislami.net

لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

তাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যেই ওসীয়ত তারা করে গেছে তা এবং ঋণ বের করে নেয়ার পর।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১৭)

প্রশ্ন: স্বামীকে স্ত্রীর প্রত্যেক আকাঙ্খা পূর্ণ করতে হবে?"(এই প্রশ্ন ফয়যানে মাদানী মুযাকারার বিভাগের পক্ষ থেকে দাড় করানো হয়েছে কিন্তু উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দিয়েছেন।)

উত্তর: কুরআনে পাকে রয়েছে। اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** পুরুষ নারীদের উপর কর্তা। (পারা ৫, নিসা, ৩৪) সুতরাং পুরুষ মহিলার বিচারক। আর মহিলাদের পুরুষের অনুগত্য ও অনুকরণ করতে হবে। এর পরিবর্তে যদি মহিলা চায় যে স্বামী আমাকে মানবে আর আমার অনুগত্য করবে তাহলে এটা সঠিক না। জায়েয অনুরোধ ও আকাঙ্খা, যেমন বিভিন্ন ধরণের খাবার, নিত্য নতুন ডিজাইনের কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদির আকাঙ্খা পূর্ণ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব কেবল ভরণ-পোষণ ইত্যাদি আর যদি স্বামী অন্যান্য আকাঙ্খা পূর্ণ করে তবে এটা স্ত্রীর জন্য দয়া হবে। যেহেতু

www.dawateislami.net

এটা সাওয়াবের কাজ সুতরাং স্বামীর যতটুকু সম্ভব জায়েয আকাঙ্খা পূর্ণ করা উচিত। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২৪)

নোটঃ নিম্নে গীবতের উদাহরণ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব" গীবত কি তবাকারীয়া" থেকে নকল করা হয়েছে, যেগুলোকে এ অনুসারে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে এই বিষয় না কেবল স্বামী স্ত্রীর জীবনে বিষ মিশ্রণ করে দেয় বরং আখিরাতের জন্যও ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।

শ্বাশুড়বাড়ি সম্পর্কে ১৭টি গীবতের উদাহরণ

* শাশুড়ি সর্বদা মুখ খোলা রাখে * কথায় কথায় দোষ ধরে * আমার রান্না তাদের পছন্দই আসে না * আমার শরীর অসুস্থ্য হলে শ্বাশুর বলে সে অজুহাত দিচ্ছে * অন্য পুত্রবধুকে ভালো চোখে দেখে আমার সাথে অসৎ ব্যবহার করে * প্রবল মেজাজীর অধিকারী * আমাকে সর্বদা আদেশ দিতে থাকে * আর স্বামীকে আমার বিরুদ্ধে উসকানি দেয় * আমাকে শাশুড়ি অনেক কাজ করায় নিজে সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে * মা মেয়ে বসে আমার মন্দ চর্চা করে * শাশুড়ি আমার স্বামীকে আমার বিরুদ্ধে উসকানি দেয় * আমি যদি তাদের স্বর্ণও হয়ে যায় তারপরও তারা আমাকে পায়ের জুতা

www.dawateislami.net

মনে করবে * কয়েক ঘন্টা তাদের জন্য অপেক্ষা করলেও তারা আসতে না আসতে মুখ কালো করে বসে থাকে * তাদের তালাপাপ্ত বোনদেরও সেবা করতে হয়। * আমার অমুক তালাকপাপ্ত ননদের মুখ ফুঠো। * তালাক প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু জোর কমে নাই। * শুনেছি যে সে তার স্ত্রীকে একদিনও সুখ দেয়নি শেষ পর্যন্ত বেচারা তালাক না দিত তো কি হতো।

শ্বাশুড়ি সম্পর্কে ২২টি গীবতের উদারণ

* আমার বোনকে তার শ্বাশুড়ি বিরক্ত করে। * বোনের ঘরের খরচ দেয় না। * উপার্জন করে সব টাকা উজাড় করে দেয়। * জামাই আমার মেয়ের উপর যুলুম করে। * আপন মায়ের কথায় এসে বার বার ঘর থেকে বের করে দেওয়ার বাহানা দেয়। * মায়ের উসকানির উপর কথায় কথায় প্রহার করে। * তালাকের ধমক দেয়। * রাত অনেক্ষণ পর্যন্ত ঘর থেকে বাহিরে থাকে। * দিনে অনেক্ষণ ধরে শুয়ে থাকে। * খুব নিষ্ঠুর। * অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। * তার ভালো কোন বন্ধু নেই। * শুনেছি যে, নেশা ইত্যাদি করে থাকে। * আমরা অনেক ভয়ঙ্কর মানুষের কপ্পরে পড়ে গেছি। * ব্যস তিনি

www.dawateislami.net

এমনই। * বিষাক্ত সাপ। * তার অন্তর কালো। * নিরক্ষর। * নির্বোধ। * মুর্খতা। * ছেলের শ্বাশুড়ি যাদু করে। * বউ তাবিজ করে আমার ছেলেকে নিজের দিকে করে নিয়েছে এই জন্য আমার ছেলে আমার কথা শুনে না।

ব্যস্ত কিংবা তালাকের সময় গীবত করা এমন ৩৭টি উদারণ

যদি এনগেজমেন্ট (বাগদান) ভেঙ্গে যায় কিংবা তালাক সংগঠিত হয়ে যায় তো অধিকাংশ শয়তান উভয় দলকে কান ধরে রঙে নিয়ে আসে আর নাচায় الحفیظ , الامان!!! গীবত, অপবাদ, অভিযোগ, অন্তরে কষ্ট, মন্দ ধারণা এবং মন্দ কথার একটি তুফান দাঁড় হয়ে যায়, প্রত্যেক মন্দ ত্রুটি, হয়ে থেকে যায়! প্রত্যেক দলে একে অপরের সাথে নিজেকে নিজে " মযলুম প্রামাণ করার জন্য" একে অন্যকে টানা-টানি করে মিথ্যা বলে অথচ বছর ধরে ঘর চললেও কিন্তু যখন দু' পরিবারে" যুদ্ধ' জগড়া, তো উভয় দলে مَعَاذَاللہ " বদ আকিদা" পর্যন্ত বলে দেওয়া হয়! এমন পরিস্থিতিতে করা এমন ৩৭টি গীবতের উদাহরণ পেশ করতেছি। মেয়ের পক্ষ থেকে গীবতসমূহ: পদ্যপায়ী। * চোর। * লুচ্ছা। * লপর। বিচুক্ষণতা। * ২৪০ ছিলো। * উপার্জন করে না। * ঘরে

www.dawateislami.net

খরচ দেয় না। * সব টাকা মায়ের হাতে দিয়ে দেয়। * সে কখনো ঘর ঘর মনে করেনি। * শ্বাশুড়ি ভাত দেয় না এই জন্য মেয়ের পালার মাধ্যমে খাচ্ছে। * অনেক যালিম লোকদের পাল্লায় পড়েছি। * ফেঁসে গেয়েছি। * অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচলো। * আমাদের মেয়ে নির্দোষ ছিলো। * আমাদের সামনে অনেক অহংকারী ছিলো। * তার সমস্ত পরিবার কম আমাদের কোন সম্মানি ব্যক্তি ছিল না। * আমার মেয়ে স্বস্তি চাইতো। * আমাদেরকে প্রাণে মারার হুকমি দিয়েছে। * আমার মেয়ের বদনামী করা শুরু করে দিলো। * নগন্য লোক নিজের শেষ পরিণতি দেখবে। **ছেলের পক্ষ থেকে গীবত:** মেয়ের চাল চলন সঠিক ছিলো না। * অনেক পরিচিত বানিয়ে রেখেছে। * ঘরে অনেক মুখ চলাতো। * তার মা খাবার রান্না করাও শিখায়নি। * প্লেট পরিষ্কার করতে জানে না। * কাপড় ভালোভাবে ধৌত করতে জানেনা। * অনেক জগড়া করতো। * চুরি করতো। * তাবিজ করতো। * জাদুগীরনী ছিলো। * বিশৃঙ্খল ছিলো। * আমাদের ঘরের শান্তি শেষ করে দিয়েছে। * তার মা আমাদের ঘরে এসে কোন স্বর্ণ দিয়ে গেছে। * সে আমাদের বদনাম করে দিয়েছে। * আমরা গরিব মনে করে তার উপর দয়া করে

www.dawateislami.net

ছিলাম কিন্তু তার মাথা আসমানের উপর পৌঁছে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘরের কথা বাহিরে বলে এমন নিম্ন প্রকৃতির মানুষ

আল্লাহ পাকের নিকট হেদয়তের দোয়া করি, অবশ্যয় যে গীবত ইত্যাদি করে সে অনেক মন্দ লোক। আসুন! আপনাদের একজন বুযুর্গের ঘটনা শুনাবো। একদা এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক দারিদ্র মানুষ বিবাহ করলো কিন্তু উভয়ের মাঝে জ্ঞান কম ছিলো কোন ভাবে তার বন্ধু এই বিষয় টের পেলো, তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার ঘরে কি সমস্যা? সে বুযুর্গ উত্তর দিলো: আমি এত নগন্য নয় যে ঘরের কথা কাউকে বলে দিবো! তার এটাই শেষ কথা?" শেষ পর্যন্ত সে ঘরে যেতে পারেনি আর তালাক দিতে হলো। যখন তার বন্ধু বলতে পারলো তো বললো: সে এখন তোমার স্ত্রী নয়, এখন বলে দাও সমস্যা কি ছিলো? সে জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তর দিলো: এখন তো সে আমার জন্য অন্য পর নারী হয়ে গেলো আর কিভাবে আমি পর নারীর সম্পর্কে কথা বলবো!

আল্লাহ হাম কো ফযল ছে আকল সালিম দে
শরম ও হায়া তুফাইলে রাসূল করম দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

স্ত্রীকে পানি পান করানোর প্রতিদান

হযরত ইরবাদ বিন সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন; আমি **শাহানশাহে মদীনা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যখন কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে পানি পান করায়, তবে তাকে এর প্রতিদান দেয়া হয়। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম আর তাকে পানি পান করালাম অতঃপর তাকেও ঐ হাদীসে পাক শুনালাম যা আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনে ছিলাম।

(মাযমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৩০০, হাদীস: ৪৬৫৯)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net